‘রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা’— পদটির রচয়িতা কে? এটি কোন পর্যায়ের পদ? পদটির রসপর্যায় আলোচনা করো।

অথবা

পূর্বরাগ কাকে বলে? তোমার পঠিত একটি পূর্বরাগ পর্যায়ের পদের রসপর্যায় আলোচনা করো।

‘রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা— পদটির রচয়িতা চণ্ডীদাস।

পদটি বৈষ্ণব পদাবলীর ‘পূর্বরাগ’ পর্যায়ের অন্তরগত।

পূর্বরাগ প্রেমপর্যায়ের প্রারম্ভিক স্তর। ইংরেজিতে একেই বলে- love at first sight । পূর্বরাগের পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীরূপ গোস্বামী ‘উজ্জ্বলনীলমণি’ গ্রন্থে জানিয়েছেন:-

‘রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শন শ্রবণাদিজা

তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈ: পূর্বরাগ: স উচ্যতে।’

মিলনের পূর্বে পরস্পরের দর্শন শ্রবণ ইত্যাদির দ্বারা নায়ক-নায়িকার চিত্তে যে রাগ জন্মায় তাকে পূর্বরাগ বলা হয়।

কবি কর্ণপুর পূর্বরাগের আটটি কারণ উল্লেখ করেছেন। যথা— ১. সাক্ষাৎ দর্শন, ২. চিত্রপটে দর্শন, ৩. স্বপ্নে দর্শন, ৪. বন্দী মুখে শ্রবন, ৫. দূতীমুখে শ্রবন, ৬. সখী মুখে শ্রবণ, ৮. বংশীধ্বনি শ্রবণ।

পদকর্তা চণ্ডীদাস এর সঙ্গে যোগ করেছেন নাম শ্রবণ জাত পূর্বরাগের প্রসঙ্গ—

‘সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম

কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ।’

---- সেইসঙ্গে পূর্বরাগ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী কবিও চণ্ডীদাস। মূলত এক্ষেত্রে নায়িকার পূর্বরাগের কথা ধরা হয়েছে। কিন্তু নায়কের পূর্বরাগের প্রসঙ্গও পদাবলীতে অস্বীকৃত হয়নি। এক্ষেত্রে কবি বিদ্যাপতির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত।

আমাদের আলোচ্য ‘রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।’ পদটি পূর্বরাগের কবি হিসেবে চণ্ডীদাসের স্বরূপকে তুলে ধরে। এক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়— রাধা কেবল একজন প্রেমিকা নয়; তিনি হয়ে উঠেছেন যথার্থই সাধিকা। অবশ্য এই সাধনায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব পড়েছে। আর এভাবেই পদটিতে ফুটে উঠেছে কয়েকটি মাত্রা।

যথা—

ক. রাধার প্রেমিকা সত্ত্বা

খ. রাধার সাধিকা সত্ত্বা

ও গ. চৈতন্যদেবের দিব্যোন্মাদ সত্ত্বার প্রক্ষেপ

প্রেম জগতের এক অত্যাশ্চর্য স্বরূপ। উর্দু কবি গালিব বলেছেন— ‘প্রেমের উপর জোর খাটেনা। এ সেই আগুন গালিব যা লাগালে লাগে না, নেভালে নেভেও না।’ এই আগুনের মহত্বকে ধারণ করেছেন রাধা। তাই ব্যথিত অন্তরে তিনি—

‘বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে

না শুনে কাহারো কথা।।’

রাধার অন্তরে ব্যথা। তিনি নির্জনে একা একা সময় কাটাচ্ছেন। কারো কথা শুনছেন না। তাঁর মধ্যে ফুটে উঠেছে প্রেমের সংযুক্তি ও বিযুক্তির স্বরূপ। তাঁর সংযুক্তি ঘটেছে কৃষ্ণ ভাব-দ্যুতির সঙ্গে। পদটিতে ফুটে উঠেছে তার নানা দৃষ্টান্ত — নির্জনতা গ্রহণের মধ্যে রাধা নিজের জন্য জায়গা খুঁজেছে, যেখানে রচিত হবে কৃষ্ণময় জগৎ। মেঘের প্রতি ধ্যানমগ্নতা, খসে পড়া বেণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ আসলে কৃষ্ণের

ভাবনায় অংশগ্রহণ। প্রেম যদি মনের ভাবনা হয়, রাধার এ সমস্ত আচরণ সেই ভাবনারই ভিত নির্মাণ করেছে।

অন্যদিকে বিযুক্তির দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে এভাবে— 'না শুনে কাহারো কথা' আসলে সমাজ ও পরিবার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। সেইসঙ্গে আহারে বিরতি ও এলাইত বেণী সচেতনতা ও মনোযোগিতার বিযুক্তির পরিবেশ ফুটিয়ে তোলে। এই আপাত বিযুক্তি আসলে আত্ম-বিবষিত রাধার কৃষ্ণ-সংযুক্তি।

চণ্ডীদাসের রাধা সাধিকা রাধা। যখন আমরা দেখি রাধা মেঘ পানে চেয়ে আছেন, কখনো এলিয়ে পড়া চুল দেখছেন কিংবা ময়ুর-ময়ুরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ করছেন, তখন আমরা বলতেই পারি কৃষ্ণ কালো তাই তিনি কালো রঙের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছেন। এর মধ্যে ফুটে উঠেছে রাধার সাধিত রূপের মাহাত্ম। রাধা আসলে কালো রং দেখছেন কিংবা খুঁজছেন না, তিনি আসলে কালো রঙের মধ্যে বৈষয়িক চৈতন্যকে বিলীন করে কৃষ্ণময় জগৎকে দেখছেন। এখানে কৃষ্ণময় মেঘের প্রতি দৃষ্টিতে ছিল কাছে পাওয়ার আকাঙ্খা, পরক্ষণেই এলিয়ে পড়া বেণীর খসায়িত চুলের অঙ্গস্পর্শে সেই কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে রাধা পেল আপ্যায়নের আনন্দ। তাই উল্লাসিত রাধা 'হসিত বয়নে' মেঘের পানে পুনরায় চেয়ে যখন 'কি কহে দুহাত তুলি' , তখন তা ধন্যবাদ জ্ঞাপনেরই মাত্রা পরিস্ফুট করে। পরবর্তী 'এক দিঠকরি ময়ুর-ময়ুরী/ কণ্ঠ করে নিরীক্ষণে।' চরণে রাধা কালো রঙের কণ্ঠের মধ্যে কৃষ্ণকে দেখছেন এ যেমন সত্য, তেমনই সত্য যে তিনি একক ভাবে কাউকে দেখছেন না, তিনি দেখছেন যুগলকে। সেই যুগল যার মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণ। আর? এ প্রশ্নে আমরা বিব্রত হলেও রাধার দৃষ্টি স্থির। কারণ এর মধ্যে রাধা নব যুগলকে দেখতে পাচ্ছেন। যেখানে চণ্ডীদাস রাধাকে 'নব পরিচয়ে'র বন্ধনে 'কালিয়া-বঁধুর' স্বীকৃতি দিয়েছেন। প্রেমের পথে দাঁড়িয়ে 'রাঙ্গাবাস' পরিহিতা রাধার এই কামনা সাধনাতে উত্তরিত। তাই চণ্ডীদাসের রাধা যথার্থই সাধিকা।

সমালোচকগণ মনে করেন— রাধার কৃষ্ণ সাধনার মধ্যে মহাপ্রভুর বিষ্ণু সাধনার প্রভাব রয়েছে। এ কথা অনেকাংশেই সত্য। চৈতন্যদেব যখন দিব্যোন্মাদ অবস্থায় বিষ্ণুর দর্শন পেতেন, তখন তিনিও আহারে ধ্যান দেননি; ধ্যান ছিলনা সাজ-সজ্জাতেও। এ ভাবনা পরিস্ফুট হয়েছে 'কবিন্দ্রবচনসমুচ্চয়', 'সদুক্তিকর্ণামৃত' প্রভৃতি গ্রন্থে। এভাবনাই চণ্ডীদাস কৃষ্ণময় রাধার মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। পূর্বরাগে রাধার মিলনের বাসনা জন্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু তৃষ্ণা পূরণ হয়নি। এই অবস্থার নাম বিপ্রলম্ভ। যেখানে রাধা জগতের সমান্তরালে কল্পিত জগৎ নির্মাণ করে কৃষ্ণকে পেয়েছে। পদকর্তার উপস্থাপনে রাধার এই পরিস্ফুটন তাঁর কৃতিকেই স্বীকৃতি দেয়।